প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সমস্যা নির্বাচন

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে ছাত্র-সমাজের অগ্রণী ভূমিকার কথা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ভারতের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-সমাজের অংশগ্রহণ জাতীয় আন্দোলনে যেমন নতুন মাত্রা যোগ করেছিল, তেমনি স্বাধীন ভারতেও ছাত্র-সমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ফলে বৃহত্তর রাজনীতিতে ছাত্র-নেতৃত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাভাবিক কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গণ-সংগঠন হিসেবে নানা ধরনের ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে। বামপন্থীদের দুর্গ হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার একাদিক্রমে তিন দশকেরও বেশী ক্ষমতাসীন রয়েছে। এর পেছনে বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দল সি. পি. আই. (এম.)-এর ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে বলে বর্তমান গবেষিকার বিশ্বাস। আর সেই কারণেই বর্ধমান জেলার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনকে গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। গবেষণাপত্রটির নাম ***পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী ছাত্র-আন্দোলন ও রাজনীতি : বর্ধমান জেলা - এস. এফ. আই. - এর একটি সমীক্ষা***। গবেষণার কালপর্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৭০-২০০০ সাল — এই কালপর্বটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কারণ, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের (এ. আই. এস. এফ.) মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে মতাদর্শগত বিরোধ চলতে থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত ওই ছাত্র-সংগঠনের বামপন্থী অংশ মূল সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৭০ সালে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এস. এফ. আই.) নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলে। ওই বছর থেকে শুরু ক'রে ২০০০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ৩০ বছর সময়কালকে গবেষণার কালপর্ব হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বর্ধমান জেলাকে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ হলো — এই জেলায় কৃষি অঞ্চলের পাশাপাশি যেমন শিল্পাঞ্চল অবস্থান করছে, তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে এই জেলার ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করার কাজে এস. এফ. আই.-এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।

অনুকল্প রচনা

বর্তমান গবেষণার অনুকল্প (hypothesis) হলো (1) সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ এস. এফ. আই.-

এর সদস্যপদ গ্রহণ করলেও-ছাত্র-রাজনীতি কিংবা সাধারণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে তারা আদৌ আগ্রহী নয়। কেবল নেতৃস্থানীয় ছাত্রছাত্রীরাই রাজ্যের বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের গভীরভাবে যুক্ত করেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বর্ধমান জেলা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-সমাজ যেভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতো, পরবর্তী সময়ে, বিশেষত আশির দশকের পর থেকে রাজনীতির প্রতি অনীহা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে বলেই আমার মনে হয়। গবেষণা করতে গিয়ে যে-দু'টি বিষয়কে গুরুত্ব-সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি হলো — (১) ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এস. এফ. আই.-এর প্রতি বর্ধমান জেলার সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ এবং (২) বর্ধমান জেলা-এস. এফ. আই.-এর সাধারণ সদস্যদের ছাত্র-রাজনীতি ও সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ।

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দলিল, গবেষণাপত্র, পুস্তক-পুস্তিকাদির পর্যালোচনা

বর্ধমান জেলার এস. এফ. আই.-এর ওপর অদ্যাবধি কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি। তবে ছাত্র ও রাজনীতি সম্পর্কে যেসব গবেষণামূলক গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলিকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ফিলিপ জি. অ্যালবাক্ তাঁরই সম্পাদিত *দি স্টুডেন্ট রেভোলিউশন : এ গ্লোবাল অ্যানালিসিস* (১৯৭০) নামক গ্রন্থে, ভারতে উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিবর্তন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, এ. আই. এস. এফ.-এর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাধীনতা লাভের পর উচ্চ শিক্ষা এবং ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তা-ও তিনি দেখিয়েছেন। অমৃক সিং-সম্পাদিত *দ্য হায়ার লার্নিং ইন্ ইন্ডিয়া* (১৯৭৪) নামক গ্রন্থে 'স্টুডেন্ট পলিটিক্স : হিস্টোরিক্যাল পারস্পেকটিভ অ্যান্ড দ্য চেঞ্জিং সিন্' শীর্ষক প্রবন্ধে ফিলিপ জি. অ্যালবাক্ ছাত্র-বিক্ষোভের কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। বিশ শতকের বিভিন্ন সময়ে ছাত্র আন্দোলনের উৎপত্তির কারণ অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪০ সালে ছাত্র সংগঠনের, অর্থাৎ এ. আই. এস. এফ.-এর ভাঙনের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি ছাত্র আন্দোলনের বিবর্তনের রূপটিকে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরেছেন। পি. এম. যোশী-র লেখা *স্টুডেন্ট রিভোল্ট ইন্ ইন্ডিয়া, স্টোরি অব্ প্রি-ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট* (১৯৭২) নামক গ্রন্থে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনের ভাঙনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিশীথ রঞ্জন রায়-সম্পাদিত *চ্যালেঞ্জ : এ সাগা অব্ ইন্ডিয়াজ স্ট্রাগ্‌ল্ ফর ফ্রিডম্* নামক গ্রন্থে গৌতম চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বেঙ্গলস স্টুডেন্ট মুভমেন্ট' এবং অমরেন্দ্র নাথ রায়ের 'স্টুডেন্ট মুভমেন্ট ইন্ বেঙ্গল' শীর্ষক দু'টিপ্রবন্ধ রয়েছে। এই দু'টি প্রবন্ধেই স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-সমাজের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এগুলিতে কোন নির্দিষ্ট জেলার পরিবর্তে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-সমাজের ভূমিকাকে দেখানো হয়েছে। মহম্মদ হান্নান তাঁর *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৫২)*, প্রথম খন্ড (১৯৮৬) এবং *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৫২-১৯৬৯)*, দ্বিতীয় খন্ড (১৯৮৭) গ্রন্থ দু'টিতে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত, ছাত্রদের ধীরে ধীরে রাজনীতিতে প্রবেশ, স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হওয়া, আন্দোলনে ছাত্রীদের প্রথম অংশগ্রহণ, ছাত্র আন্দোলনে ভাঙন, তৎকালীন ঢাকায় (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) ছাত্র আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অমরেন্দ্র নাথ রায়ের *স্টুডেন্টস্ ফাইট ফর ফ্রিডম* (১৯৬৭) নামক গ্রন্থে স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা কী ছিল, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, ভারতের ছাত্র-সমাজ কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করেছে, তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্রসমাজ* নামক পুস্তিকাটিতে। হুমায়ুন কবির-এর *স্টুডেন্ট আনরেস্ট : কজেস অ্যান্ড কিওর* (১৯৫৮) গ্রন্থটিতে ভারতের ছাত্র বিক্ষোভের কারণগুলিকে ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের দিকগুলিও তুলে ধরা হয়েছে। *স্টুডেন্ট আনরেস্ট : এ সোশিও-সাইকোলজিক্যাল স্টাডি* (১৯৭৪) নামক গ্রন্থে এস. এন. সরকার ছাত্র-সমাজের অশান্ত হয়ে ওঠার বিভিন্ন কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত, প্রশাসনিক প্রভৃতি কারণ বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি সেগুলির প্রতিকারের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। আবার, এস. এইচ. রুডল্ফ এবং এল. আই. রুডল্ফ-সম্পাদিত *এডুকেশন অ্যান্ড পলিটিক্স ইন্ ইন্ডিয়া* (১৯৭২) নামক গ্রন্থে ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারতের ছাত্র-সমাজের বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি শ্রমিক ও সমাজের অন্যান্য অংশের দাবী জানানোর পদ্ধতির সঙ্গে ছাত্র-সমাজের দাবী জানানোর পদ্ধতির তুলনামূলকভাবে আলোচনা রয়েছে। পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির হার, কলেজ-ছাত্রদের বৃদ্ধির হার, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বৃদ্ধির হার এবং ছাত্র-সমাজের বিশৃঙ্খল ওয়ে ওঠার ঘটনাগুলিকে সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এক্সপ্লোরিং স্টুডেন্টস্ পলিটিক্স (১৯৯৮) নামক গ্রন্থে অনির্বাণ ব্যানার্জী বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্র-রাজনীতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃতি, ছাত্র আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ, এই আন্দোলনের সঙ্গে সরকারের নীতি, শিক্ষানীতি, বেকারত্ব প্রভৃতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাত্রদের বিরোধিতার মনস্তত্ত্বগত কারণগুলি এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের ছাত্র-রাজনীতির ইতিহাসে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র দেশের ছাত্র-রাজনীতির বিশ্লেষণ রয়েছে।

অনিল আচার্য-সম্পাদিত *ষাট সত্তরের ছাত্র আন্দোলন* (১৯৯৮) নামক পুস্তকে নকশালপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী তৎকালীন ছাত্র-নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত ষাট ও সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রয়েছে। শৈবাল মিত্রের লেখা *ষাটের ছাত্র আন্দোলন* (১৯৯৭) নামক পুস্তিকাটিও ষাটের দশকের পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে লেখা হলেও লেখক নকশালপন্থী আন্দোলনকে সমর্থন ক'রে ছাত্র আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

এস. এফ. আই.-এর কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তাপস বসু তাঁর *প্রবিং ইনটু দ্য হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট মুভমেন্ট* (১৯৯৩) নামক পুস্তিকাতে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন ও আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এস. এফ. আই.-এর রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে *ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার* (১৯৯৬) নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ. আই. এস. এফ.-এর জন্মলগ্ন থেকে এস. এফ. আই.-এর জন্মলগ্ন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস এই পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। এস. এফ. আই.-এর বর্ধমান জেলা কমিটি ছাত্র *সংগ্রামে বর্ধমান* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এই পুস্তিকাতে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমান জেলার ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। পুস্তিকাটিতে মহকুমাভিত্তিক আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়ার ফলে এটিতে ছাত্র ফেডারেশনের ভুলত্রুটিগুলিকে তুলে ধরা হয়নি।

উপরিউক্ত পুস্তক বা পুস্তিকাগুলি পর্যালোচনা ক'রে একথা বলা যেতে পারে যে, ছাত্র ফেডারেশন কর্তৃক প্রকাশিত তিনটি পুস্তিকা ছাড়া অন্যান্য পুস্তিকায় ছাত্র আন্দোলনের এক-একটি দিক আলোচিত হয়েছে। এগুলিতে লেখকের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা দিয়ে ছাত্র আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু বর্ধমান জেলার ছাত্র ফেডারেশনের ওপর গবেষণা ইতোপূর্বে কেউ-ই করেননি। সেদিক থেকে এই গবেষণাপত্রটি নিশ্চিতভাবেই অভিনবত্বের দাবি রাখে।

গবেষণা-পদ্ধতি

যথার্থ গবেষণার প্রয়োজনে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। বর্তমান গবেষণার প্রকৃতি যেহেতু অভিজ্ঞতামূলক ও অণুস্তরীয় বিশ্লেষণের পরিসরে বিন্যস্থ, সেহেতু গবেষণার স্বার্থে মুখ্য ও গৌণ তথ্য -সমূহ সংগ্রহ করা হবে। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রভৃতি অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তেমনি সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র প্রভৃতি উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সংগৃহীত হবে। তাছাড়া, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা এবং বর্ধমান জেলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত যেসব প্রতিবেদন, প্রস্তাব প্রভৃতির মতো মুখ্য উৎসগুলি (Primary Sources) -কে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হবে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(১) সি. পি. আই. (এম)-এর বর্ধমান জেলার বিভিন্ন সম্মেলনের রিপোর্ট, প্রস্তাব প্রভৃতি;

(২) সি. পি. আই. (এম)-এর বর্ধমান জেলার পার্টি-সভ্যদের পুনর্নবীকরণের রিপোর্ট;

(৩) বি. পি. এস. এফ.-এর সংবিধান;

(৪) এস. এফ. আই.-এর সংবিধান ও কর্মসূচী;

(৫) বর্ধমান জেলার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন সম্মেলনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রতিবেদন;

(৬) বর্ধমান জেলার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনে বিভিন্ন সম্মেলনে সম্পাদকমন্ডলীর খসড়া প্রতিবেদন ও খসড়া সাংগঠনিক রিপোর্ট;

(৭) বর্ধমান জেলার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী এবং কর্মসূচী;

(৮) বর্ধমান জেলার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন সম্মেলনের তথ্য সংকলন;

(৯) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির দ্বারা প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ও তথ্যের সংকলন;

(১০) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির দ্বারা প্রকাশিত সদস্যদের তালিকা;

(১১) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ কনভেনশন-এ প্রকাশিত ছাত্র সংসদ ও সংগঠন প্রসঙ্গে বিভিন্ন রিপোর্ট;

(১২) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির বর্ধমান জেলা স্কুল ছাত্র কনভেনশনের খসড়া প্রস্তাব এবং

(১৩) ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের বর্ধমান জেলা কমিটির বিভিন্ন ইউনিটের সম্মেলনের রিপোর্ট।

আবার, গৌণ উৎসগুলি(Secondary Sources)-এর মধ্যে রয়েছে :

(১) পুস্তক-পুস্তিকা;

(২) প্রবন্ধ;

(৩) পত্র-পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকা এবং

(৪) সংবাদপত্র।

তাছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমেও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে র‍্যান্ডাম স্যামপ্লিং-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচন এবং নন্-স্ট্রাকচার্ড পদ্ধতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কাছে গৃহীত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে র‍্যান্ডাম স্যামপ্লিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এইভাবে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ (Data Analysis) করা হবে। তার পর সেগুলিকে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing)এবং সংগৃহীত তথ্যের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো হবে। পরিশেষে, সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে অনুকল্প যথার্থ কিনা, তা পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে। যদি অনুকল্প, অর্থাৎ পূর্ব-অনুমিত সিদ্ধান্ত তথ্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তাহলে তাকে পরিবর্তন করে নেওয়া হবে।

অধ্যায় বিভাজন

গবেষণাপত্রটিকে নিম্নলিখিত ছ'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুকল্প রচনা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও তার বর্ধমান জেলা শাখার বিভিন্ন সম্মেলনের প্রতিবেদন, চিঠিপত্র প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং ছাত্র আন্দোলনের ওপর প্রকাশিত গ্রন্থাদি ও অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, এই অধ্যায়ে রয়েছে গবেষণা পদ্ধতি-সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও বর্তমান গবেষণাপত্রের অধ্যায় বিভাজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (১৮২৮ - ১৯৭০) দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধের সঙ্গে ছাত্র ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের একটি তুলনামূলক আলোচনাও রয়েছে এই অধ্যায়ে। ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনা এবং এ. আই. এস. এফ.-এর সঙ্গে এস. এফ. আই.-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচীগত ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। সর্বোপরি, রয়েছে সাংগঠনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয়, রাজ্য ও জেলা স্তরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ধমান জেলায় এস. এফ. আই.-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে বর্ধমান সদর (উত্তর ও দক্ষিণ), কাটোয়া, কালনা, দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বর্ধমান জেলার ছাত্র ফেডারেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও লোকাল কমিটিভিত্তিক সদস্যসংখ্যা (১৯৭০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বভারতীয়, রাজ্য ও জেলার সদস্যসংখ্যার (১৯৭০ - ২০০০)

তুলনামূলক পর্যালোচনা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া, এই জেলার এস. এফ. আই.-নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি জেলা সম্মেলনে গৃহীত নীতিগুলিও তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অর্থ এবং তার বিভিন্ন রূপ আলোচনার পরে বর্ধমান জেলার ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কীভাবে ঘটেছে, তা দেখানোর জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কাটোয়া কলেজ, চন্দ্রপুর কলেজ, গুসকরা মহাবিদ্যালয়, টি. ডি. বি. কলেজ এবং এম. ইউ. সি. উইমেন্স কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ক'রে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে এই জেলার এস. এফ. আই.-নেতৃত্ব সাধারণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে কতখানি আগ্রহী সে বিষয়ে সমীক্ষা করার পাশাপাশি জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতে বর্ধমান জেলার এস. এফ. আই.-নেতৃবৃন্দের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে, গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে অনুকল্পের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ছাত্র-সমাজের মধ্যে যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে যে রাজনীতি-বিমুখতা দেখা দিয়েছে, তা-ও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। রাজনীতি-বিমুখতার প্রধান কারণগুলি বিশ্লেষণ করার পর কীভাবে তার প্রতিকার সম্ভব, বর্তমান অধ্যায়ে তার পথনির্দেশ রয়েছে।